গাংনীতে লোডশেডিংয়ের মধ্যেই ‘বিস্ফোরক’ বিদ্যুৎ বিল

তীব্র লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে নাভিশ্বাস অবস্থা মেহেরপুরের গাংনীর বাসিন্দাদের। এর ওপর ‘মরার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল।

জুন মাসের বিদ্যুৎ বিল হাতে পেয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ গ্রাহকের অভিযোগ, তাদের বিল আগের মাসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক বিদ্যুৎ খরচের হিসাবের বাইরে।

স্থানীয়রা জানান, গত মে মাসে এলাকায় বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার হার ছিল ব্যাপক। লোডশেডিংয়ের কারণে অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে বিলের পরিমাণ আগের মাসের তুলনায় অনেক বেশি আসায় সাধারণ গ্রাহকরা হতবাক।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক তানিম আহমেদ বলেন, ‘মে মাসে আমার বিল এসেছিল ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। অথচ লোডশেডিংয়ের মধ্যেও জুন মাসে তা ১৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মিটার রিডাররা সঠিক সময়ে মিটার দেখে গেছেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহক বলেন,গত মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল এসেছিল ৪০০০ টাকা।আর এ মাসে এসেছে সাড়ে ৫ হাজার টাকা।কিন্তু গত মাসে চরম লোডশেডিং ছিল তারপরও এত বিদ্যুৎ বিল কেন হলো বুঝতে পারছি না।আমাদের এমন অবস্থা কাগজে লেখা হয়ে গেলেই দিতে বাধ্য থাকতে হবে।

সুজন আহমেদ নামের আরেক গ্রাহক জানান, গত মাসে তার বিল ছিল ৮০০ টাকা, এবার তা বেড়ে হয়েছে ১৪০০ টাকা। একইভাবে হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহকের বিল ৪০০০ থেকে বেড়ে ৫,৫০০ টাকা হয়েছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস থেকে বিল পরিশোধের জন্য মাইকিং করা হলেও, কেন ঘনঘন লোডশেডিং হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো স্বচ্ছ তথ্য দেওয়া হয় না। উল্টো অতিরিক্ত বিল পরিশোধের চাপে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। তারা জানান, সঠিক সময়ে বিল না দিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ভয়ে অনেকে অভিযোগ করার সাহসও পান না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ও অ্যান্ড এম) মো. সৌমিক নাসের বলেন, ‘জুন মাসে বিল অস্বাভাবিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মূলত মে মাসের ব্যবহারের বিল জুনের সাথে সমন্বয় হওয়ার কারণে এমনটা হতে পারে, যা অনেক গ্রাহক বুঝতে পারছেন না। আমরা গ্রাহকদের আশ্বস্ত করতে চাই, কারো বিলে ভুল থাকলে অফিসে যোগাযোগ করুন। আমরা তা যাচাই করে দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করব।

বিদ্যুৎ বিভাগের এমন আশ্বাসেও গ্রাহকদের ক্ষোভ কাটছে না, বরং তাদের দাবি অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রদান করা হোক।

মুজিবনগরে পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় নিজ বাড়িতে পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে নুসরাত (৯) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মহাজনপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নুসরাত মহাজনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমনের ছোট বোন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়িতে চলাফেরার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে ধারালো বটির ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয় নুসরাত। এতে তার শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

মুজিবনগরে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে এইচবিবি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগও করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২০২৫–২৬ অর্থবছরে মোনাখালী ইউনিয়নের কেদারগঞ্জ বাজার টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন পশ্চিমমুখী রামনগর–গোপালনগর ছোট নাগার মাঠের রাস্তার উন্নয়নের জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রকল্পে যেখানে একটি কালভার্ট নির্মাণের কথা ছিল, সেখানে পূর্ণাঙ্গ কালভার্ট নির্মাণ না করে নামমাত্র কয়েকটি আরসিসি পাইপ বসানো হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের তথ্যফলকে উল্লেখিত কাজের তুলনায় বাস্তবে খুব সামান্য অংশই সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি তাদের।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রশাসক ও মুজিবনগর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা কাউসার আলী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে অভিযুক্ত ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “প্রকল্পে যেভাবে উল্লেখ রয়েছে, সেভাবেই কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।”

মুজিবনগরে জলাবদ্ধতায় অর্ধশত পরিবার পানিবন্দী, স্থায়ী সমাধানের দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হামিদ মালিথার বাড়ির কাছ থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় প্রায় অর্ধশত পরিবার কার্যত পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, হেরিংবোন (HBB) সড়ক নির্মাণের সময় দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় জলাবদ্ধতা আরও প্রকট হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কয়েকজনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে পুরো এলাকাবাসী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, “এলাকার অবস্থা সত্যিই বেহাল। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশের ড্রেনটি যে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সেটি না হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।”

গাংনীর চরগোয়ালগ্রামে বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গেলো রাত ১টার দিকে গাংনী থানার কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্ধার করে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে।

জানা গেছে, গেলো রাতে চরগোয়ালগ্রামের জাহিদুল ইসলামের বাড়ির ভেতরে বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তা উদ্ধার করে। লাল স্কচ টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটি পানি-বালু ভর্তি পাত্রে নিরাপদে সরিয়ে নেয় পুলিশ। বোমা সদৃশ্য বস্তু দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্তরা কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান। ঘটনার সাথে যারাই জড়িত থাকুক পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

গাংনীতে আবারও কৃষকের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারো মাঠ থেকে কৃষকের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের মাঠে থাকা একটি ট্রান্সফরমার চুরি করে নিয়ে যায় চোর চক্রের সদস্যরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মাঠে গিয়ে ট্রান্সফরমার চুরির

বিষয়টি জানতে পারেন ভুক্তভোগী কৃষক।

ভুক্তভোগী কৃষক গঞ্জের আলী জানান, ট্রান্সফরমারটি চুরি হওয়ায় তার সেচ স্কিমের আওতায় থাকা কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন।

বর্তমানে আমন ধানের বীজতলা তৈরির কাজ চলছে। এ সময় প্রায় প্রতিদিনই বীজতলায় পানির প্রয়োজন হয়। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “এত টাকা দিয়ে ট্রান্সফরমার কিনে যে আবার লাগাব, কালকে সেটি আবার চুরি হবে না এর গ্যারান্টি কে দেবে? মোটা রড ঝালাই করে ট্রান্সফরমারটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু চোরের দল সেই রড কেটেই সেটি চুরি করে নিয়ে গেল। এভাবে চুরি হতে থাকলে মাঠে ফসল চাষ করা সম্ভব হবে না।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ জানান, উপজেলার মটমুড়া গ্রামের কৃষক গঞ্জের আলীর একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার বুধবার রাতে চুরি হয়েছে।

একই রাতে পাশের আরেকটি মাঠে কৃষক মহিবুল ইসলামের ট্রান্সফরমারটি চুরি করার চেষ্টা করেছিল চোর চক্র। তবে সে সময় সেচ পাম্পের মালিক চলে আসায় ট্রান্সফরমারটি ফেলে পালিয়ে যায় চোরেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

এই চোর চক্রের সদস্যদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাংনীতে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রিপন আলী (৪৩) নামের এক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (৮ জুলাই) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার হিন্দা গ্রামের স্কুলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহত রিপন আলী ওই গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে গরু চুরির উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তরা। এক পর্যায়ে ঘুমন্ত রিপন আলীর ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র (হাসুয়া) দিয়ে হামলা চালানো হয়। হামলায় তার কানের পাশ থেকে গাল পর্যন্ত গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

আহত রিপন আলী জানান, প্রতিবেশী সেলিম রেজার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পারিবারিক বিরোধ চলছে। এর আগেও জমির ফসল নষ্ট করাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। সেই বিরোধের জের ধরেই ঘুমন্ত অবস্থায় তার ওপর এই হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

রিপন আলীর ভাই মিলন জানান, ঘটনার আগে টর্চলাইট মারার বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর রাতেই ঘুমন্ত অবস্থায় সেলিম রেজা তাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নাজমুল হোসেন খোকন জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিকভাবে তিনি জানতে পেরেছেন, পূর্ববিরোধের জের ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ওমর ফারুক জানান, রিপন আলীর কানের পাশ থেকে গাল পর্যন্ত গভীর ক্ষত রয়েছে। সেখানে ১১টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত আছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত সেলিম রেজার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা

শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে এইচএসসি পরিক্ষার হলে মোবাইল ব্যাবহার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নকল করার অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে দেেওয়া হয়েছে অব্যাহতি।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার সময় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এ ব্যবস্থা নেন।

জানা যায়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নকলের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রাম কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এ সময় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জেমিন আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজ্জাদুল আলম স্বপন বলেন,পরিক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যাবহারের অভিযোগ প্রমানিত

হওয়াই এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও দুই শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।